আমি কী তোমার পর ?

বানী দত্ত

(পূর্ববর্তী সংখ্যায় উপন্যাসটির চতুর্থ অধ্যায় বেরিয়েছিল। এটি ৫ পর্ব)

দু সপ্তাহ বাদে কল্যান একদিন চোখ মুখ লাল করে কোয়ার্টারে ফিরলো। সুজাতা টিফিন করতে কোয়ার্টারে এসেছে অ াধঘন্টার জন্য কল্যানের চোখ মুখ দেখেই একটু নুন লেবু দিয়ে কুঁজোর ঠান্ডা জল দিলো। ইন্টারভিউ হয়ে গেছে বিয়ের সাতদিনের মধ্যে। স্লেফ উকিলের চিঠির গোঁতা খেয়ে একটি অস্থায়ী কর্মিটি গড়ে তার ইন্টারভিউ নেওয়া হয়। একমাত্র, বি-এডে কল্যান ক'দিন রাত জেগে পড়াশুনা করে ইন্টারভিউ দিতে গেছিল। কিন্তু হা হতোস্মি! ইন্টারভিউ বোর্ডে কোন গ্রামীন ইতিহাসবিদ ও ছিলেন না। তার প্রয়োজনও ছিলো না, ইন্টারভিউটার মূল ব্যাপারটা ছিলো নেহাৎই গোদাগদ্য। আরে ও তো আমাদেরই ছেলে। শিক্ষিত হয়ে নিজের স্কুলেই পড়াতে এসেছে। এতো আনন্দের ব্যাপার, গর্বের ব্যাপার। ত া হ্যাঁ কল্যান, তোমার স্কুলের জন্য তোমারও তো কিছু আর্থিক সাহায্য করতে হয়। তুমি তো জানোই/ কী ভাবে সে ব্যাপ ারটা ম্যানেজ করবে/ না, না, না, একটু ভেবে নিয়ে পরে বললে ও হবে / আরে ঘরের ছেলেকে আর বলারই বা কী আছে / চাপও কিছু নাই, তবে ওই, বুঝতেই তো পারছো !

কল্যানের বোঝা -ই ছিলো। বিয়ের দিনেই হেডমাস্টার রিমাইন্ডার দিয়ে এসেছে। কিছু পেতে হলে কিছু ছাড়তে হবে। যতে াই হোক ন হাজার টাকা বেতন হবে! কিছু না ছাড়লে --! এককালে এই তত্বে সে বিশ্বাস করতো, না। এখনকরে, কিন্তু তবেই হেডমাস্টারের আদেখলাপনা সে নিজেই যেন বিশ্বাস করতে পারছিলো না। হেডমাস্টার মশাই কী আলাদা করে কিছু চান ? খোলসা করে কিছু বলেও না। এ ব্যাপারটা যতো বার তার মাথায় এলো, ততই তার মন বিক্ষুব্ধ হতে থাকলো। একবার ভাবলো দূর ছাই, যা হয় হোক, ছেড়ে দিই এসব উঞ্ছবৃত্তি। পরে সুজাতার মুখটা মনে পড়লো। মনে পড়লো তার ব্যাকুল কথা গুলো। এবার তোমার চাকরি হবেই। দেখো। তখনই সে আবার স্বস্তি পেয়েছিলো। ছোটবেলায় পড়া সেই বিখ্যাত লাইনগুলো মনে পড়ে যায়। এ জগতে হায়, সেই বেশি চায়, আছে যার ভুরিভুরি। এই দেশেই সে জন্মেছে? ভ াবতে খারাপ লাগে। এই দেশেই পরপর জেনারেশন গুলো জন্মে যাচ্ছে। তাদেরকী হবে ? কল্যান অবশ্য বহুকষ্টে নিজেকে সামলে বলে এসেছে যে সে প্রস্তুত।

--- কী করবো বলো, সুজাতা বুঝিয়েছিলো, বোধ হয় সব চাকরিতেই এ দিন এসে গেল আমাদের রাজ্যে ঘোষিত জনসংখ্যা যেন কতো ? দশকোটি আমার মনে হয় অনেক বেশি, তারা খাবে কী? বাবার কাছে বিয়াল্লিশের মন্বন্তরের কথা শুনেছিলাম। এখনও কী সেই দিনগুলোই চলছে না ?

---হ্যাঁ, বিংশ শতাব্দীর শেষেও সেই অভাব আর কাটলো না, রাজনীতির দৌলতে নতুন সামন্তরা এসে গেছে। দা রিদ্ররয়েই গেল, ফসল ফলানোর মতো জমি কমে যাচ্ছে। হানাহানি, কাটাকাটি, চুরি ডাকাতি হচ্ছেই, দিনের বেলায় মিনিবাসে খুন হচ্ছে। ট্রেনে, ব্যাঙ্কে ডাকাতি হচ্ছে। পুলিশ থেকেও নেই। দেশব্যাপী রাহাজানিতে তারাও অংশীদার হয়েছে।
তো এসব হচ্ছে সাতদিন আগের ঘটনা। আজ সাত সকালেই কল্যান সদরে গিয়েছিলো ডি আই অফিসে। সেখান থেকে চোখমুখ লাল করে ফিরেছে।

--কী গো, কী হোল ?

--হবে আর কী ? ডি-আই এই ইন্টারভিউ মানতে চাচ্ছে না, গেছিলাম। দেখা করাই যায় না। পিওনকে স্লিপ দিয়েশুনল াম সাহেব নাই। ঘন্টা দেড়েক বসে থেকে ব্যাটাকে দশটাকা দিলাম চা খেতে, আমাকে বললো আপনিও চা খেয়ে আসুন। স্লেফ ঘরের বাইরে দশমিনিট কাটিয়ে আবার ঢুকলাম। শুনলাম সাহেব এসেছেন। অথচ এর মধ্যে কেউ অফিসে ঢোকেই নি। কাঞ্চনমুদ্রার প্রভাব। দেখা হোল। শুনলাম ইন্টারভিউটা বৈধ নয়। হেডক্লার্ককে বললাম ব্যাপারটা। উনি বললেন হওয়া উচিত, কারন স্কুল থেকে আমার সিলেকশনের কাগজ পাঠিয়ে দিয়েছে। দেখি সাহবেকে বোঝাতে হবে। তবে আজ আর হবে না। মেয়েরশ্বশুরবাড়ি থেকে লোকজন এসেছে। এখনি একবার বেরোতে হবে। অন্তত একশো টাকার মিষ্টিতো কিনতেই হবে।

প্রথমটা খেয়াল করতে পারিনি। পরের মুহূতেই খেয়াল হবে বললাম, --আরে দাদা দেখুন না একটু কথা বলে। বেকার ম ানুষ, আমার দায়টা একটু নিন । আমি না হয় আপনার মেয়ের---
তো ভদ্র বেড়ালটা জিভ চেটে বললেন, -- ছি, ছি, তাই হয় না কি ?....আচ্ছা ঠিক আছে । আপনাকে দেখে বেশ ভদ্রবা ড়ির ছেলে বলেই মনে হচ্ছে। ঠিক আছে আমি দেখি, সাহেবকে বোঝাই। আপনি একটু ঘুরে আসুন তাহলে। আমাকে অ াবার আধঘন্টার মধ্যেই বেরোতে হবে। কাছেই বাড়ি।

আধঘন্টা প্রচুর সময়, আমি দশ মিনিটের মধ্যেই একশো টাকার মিষ্টি নিয়ে প্যাকেটটা খবরের কাগজে মুড়ে অফিসে এল াম। প্রধান করনিক বলে কথা ! একটা সম্মান তো আছেই ! সরকারি চাকুরে! হেডক্লার্ক মশাই সাহেবের ঘর থেকেই বেরে ালেন, ---না মশাই, সাহেব কিছুতেই রাজি হচ্ছেন না। বলছেন এখন সব এস এস সির যুগ। আগের নিয়ে চলবে না। তবু ও উনি ল-অফিসারের সঙ্গে কথা বলবেন।

বললাম, আমি তো সার্ভিস কমিশনের আগেই এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের থ্রু দিয়ে কল পেয়েছিলাম। আমার ক্ষেত্রে তো সে নিয়ম খাটে না।
তিনি বলে চললেন -- সে কথাটাই তো ওনাকে বোঝাচ্ছিলাম, উনি মানছেন না। আরে হাতে ওটা আবার কী ? আপনি আবার কেন ? কী যে করি ? ভদ্রলোকের ছেলে।

আমি প্যাকেটটা এগিয়ে দিলাম। সকাল বেলাতেই বউনি। উনি বললেন, --ওটা টেবিলের ওই পাশটায় রাখুন। খুব ভ ালো করেছেন কাগজ মুড়ে এনে, দিনকাল বদলে গেছে ভাই। এই আমরাই এককালে কতো মাস্টার রিক্রুট করেছি, হ্যাঁ, অস্বীকার করবো না আমরাও কিছু পেয়েছি। কতো ছেলে মেয়ে এম - এ, এম - এস সি করেছে , বি টি, বি-এড করেছে। ত ার পর ফ্যাফ্যাকরে ঘুরে বেড়িয়েছে। আমরা চাকরির ব্যবস্থা করায় খুশি হয়ে বাড়ি গেছে। এখন আর সে যুগ নাই। এখন শুধু বক্তৃতা।
আমি বিনয় করে বললাম তাহলে দাদা, আমার কী হবে?
উনি দাঁড়িয়ে পড়েছেন তখন। আর তর সইছে না। তবু ও বললেন,

--দাঁড়ান, আমি একটু বাড়ি থেকে ঘুরে আসছি। এসে আর তাকে দিয়েই সই করাবো। আর হ্যাঁ, কিছু তো লাগবেই। রা জিতো ? আমি তখন মরীয়া, ঘাড় নাড়লাম। জানিও সেই লাগাটা কী হতে পারে। হেডক্লার্ক প্যাকেটটা নিজের ব্যাগে ভরে বেরিয়ে গেল। অফিসেই হঠাৎ দেখা অভয়ের সঙ্গে। তার সার্ভিস বুক এখনো রেডি হয় নি। তদ্বিরে এসেছে। তদ্বিরের ম ানেই হোল পকেট লঘুকরন। সে জগৎ বুঝে গেছে আমার আগেই। লঘু করণ পর্যায় চালু-ই রেখেছে। তবুও হয় নি।

আমি অভয়কে সব ঘটনা বললাম। অভয় দাঁত কিড়মিড় করে বললো, --মনে হয় এগুলো কে ধরে ধরে প্যাঁদাই। ডি-আই - অফিস যে কী জিনিষ, সে যারা এখানে আসে, তারাই শুধু বোঝে, বুঝে দেখ, সাক্ষরতার জন্য সরকার উঠে -পড়ে লেগেছে। যারা পড়াবো, তাদের প্রথম অভিজ্ঞতাটা কী হচ্ছে। সবাই খাবে বলে বসে আছে। অতএব আমরাওছলে বলে কৌশলে চাকরি টা বাগাতে চাই, তারপর বাংলা টিউশানিতে বসে যাও। ঘুঁষের টাকাটা তো তুলতে হবে! তোকে একটা কথা বলি শোন। ডি আই যদি রাজি না হয়। পলিটিক্যাল কাউকে ধরবি। তখন সবাই মিলে ছিবড়ে করে দেবে। তুই সোজ াসুজি কন্‌টেম্‌প্‌ট্‌ -এর মামলা কর। তুই-ই জিতবি। অভিমন্যুদার ঠিকানা নেওয়াই ছিলো। গেলাম। উনি খুব খুশি, সব ঘটনা বললাম। দাদাকেই জিজ্ঞাসা করলাম আমাদের দেশে কী কোন কাজই সহজে হবার নয় ? দাদা বললেন,
--কী করে হবে ? সবেতেই নাই। যা আছে তাও সমবন্টিত হয় না।
করে খাও যে যেমন পারো। চোর ডাকাত হয় অভাবের জন্য। তোলা আদায় করে দুর্বৃত্ত শ্রেণী। আর এরা ডাকাতি করে ঘুঁষ, কাটমানি ইনসেনটিভ, কো অর্ডিনেশন এই সব নামে। এ তালিকার আর কোষ নেই, তা ডি-আই কিছু খাবে না কি ?
--দাদা, আমি তো এখন তাতেও রাজি, অফিস তো কিছু পেয়েই থাকে।
--আগের ডি-আই এ ব্যাপারে মুক্ত পুষ ছিলেন। আমি তোমার, তুমি আমার। এ ডি - আই এর ব্যাপারটা জানি না। তবে নেহাৎ না হলে কনটেম্পাট অফ কোর্ট করতেই হবে। কারন এ লোকগুলো কোর্টকে ভয় পায়।
আমি বললাম যে আর একবার দেখি। দরকার হলে আপনাকে জানাবো। উনি বললেন পজিটিভ কিছু হলে আর একবার আসতে। টাকা কড়ির ব্যবস্থা করবেন।
আবার অফিসে গেলাম।
--আরে আপনাকেই তো খুঁজছিলাম। না মশাই হোল না। টোপ ফেলেছিলাম, গিললো না, বললো, এটা করলে তার চ াকরি যাবে। ন্যাকামি !
তা, একশো টাকার মিষ্টি কেনার কিছু তো অ্যাকশন, দেখাতেই হবে।
--তাহলে আর কী ? আপনি তো চেষ্টা করলেন-ই, এবার আমাকে আইনি পথেই যেতে হয়। সোজা আঙ্গুলে ঘি তো, উঠবে না দেখছি।
হের্ডক্লার্ক একটু দয়ালু স্বরে বললেন, -- তা কন বরং। লোকটা ঢ্যামনা আছে, কোর্ট কড়কানি দিলেই সুড়সুড় করে রাজি হবে। আমার খারাপ লাগছে। বয়স হয়েছে ভাই। শিক্ষিত ছেলেরা সব ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। টাকা পয়সা রোজগ ারের কোন পথ নাই। মানুষের চলবে কী করে ? সমাজটাই বা এগোবে কী ভাবে ?
বোঝো, একশোর বিনিময়ে এতগুলো ভালোভালো কথা। চমৎকৃত হলাম। সুজাতা স্বামীকে প্রবোধ দিলো, --আমার মন যখন বলছে, তোমার চাকরি হবেই, এটা ঠিকই যে কোর্ট ছাড়া উপায় নাই। তুমি একবার উকিলের কাছে যাও। আমি ক াল ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলে দিচ্ছি। পাঁচশো টাকা অ্যাকাউন্টে রাখি। তুমি পরশু ভোরেই চলে যাও। তুমি গা হাত পা মুছে নাও। আমি আলুভাজা, মুড়ি আর শসা দিয়ে যাচ্ছি। ঘন্টা খানেক বাদেই চলে আসবো ডিউটি থেকে। তুমি ভেবোনা।
--না, না, তুমিও ভেবো না, লাজ লজ্জা কবেই বিসর্জন দিয়েছি। কন্‌টেমপ্‌ট্‌ অতো সহজে ছেড়ে দেবো ? দেখ না কী করি। আমার স্ত্রী যখন সহায় আছে, আমি কাকে ভয় করি, আমি তো জানি, কনটেম্পট করলে চাকরিটা হবে। তবে এরা টাকাও খাবে। এতো দিনের অভ্যাসে কী হঠাৎ করে যায় ?

।।না।।

আজ সকাল থেকেই মালতি ব্যস্ত। শিপুকে আজ দেখতে আসবে। ব্রাহ্মণ বয়সের ছেলে। পালটি ঘর। কোষ্টি মেলানো হয়ে গেছে। আজ পাত্র স্বয়ং দেখতে আসবে। চাকরি করে। বয়স একটু বেশি। বাড়ি সুজাতাদের শহরেই। হাসপাতাল থেকে এক কিলোমিটার দূরে। বয়সের তফাৎটা বেশি হওয়াতে মালতি একটু গাঁইগুঁই করছিলেন, কর্তার জিদদেখে আর অ াপত্তি করেন নি, নিবারনের উদ্দেশ্য তিনি বোঝান, দুর্বিনীতাকে বোঝানো যে বাবা ইচ্ছা করলেই জাতের মধ্যে হা এলো।
--না, তোরা একটু লাগ এবারে। আমার তো বয়স হোল। বোনের বিয়েটা দেখেশুনে দিয়ে দে।
--স্যার, এমন একটা দিনে তিপুকে একটা খবর দিলেন না।

--ওই নাম করবি না, বলেছিনা, যে মরে গেছে, তাকে নিয়ে কীসের কথা?
হা হাসলো, -- ওটাতো বাপের রাগের কথা, সে যে জলজ্যান্ত বেঁচে আছে, আপনার থেকে ভালো কেউ জানে না। এবং সেটা জানার জন্যই রাগটা বেশি।
হাকে এখন দরকার, নিবারন তা জানেন। তাই 'তুই বেরো' না বলে নিজেই সরে গেলেন, হা ব্যাপারটা বুঝে হাসতে লাগলো।
---তোমার মাস্টারমশাইকে আর খেপিয়ে দিও না হা। তুমি বরং আমার সাথে থাকো।
--সে ভালো কাকিমা। শুধু দুঃখ, স্যারের বোঝা উচিত যে মাঝে মাঝে লঘুজনদের কথা শুনলে পুন্য হয়।
শিপু কাছাকাছিই ছিলো, -ও লঘুজন, একবার গুজনের কাছে গিয়ে জায়গাটা ছাড়ো না! তোমার কানটা থাকবে না,
--এই, তুই হচ্ছিস হবু কনে, চুপচাপ থাক। আমি কাজকর্ম দেখি। তুই চা সাপ্লাই দে। অর্জুন কোথায়?
--কে জানে কোথায়? ওর কী কিছুতে গরজ আছে ? বাবা যতই রাগ দেখান, তাঁর মেয়ের বিয়ের ব্যাপারে গরজ যে শুধু একজনেরই তা তিনি জানেন। অতএব শ্রী শ্রী হাদাই ভরসা।
--তা যা বলেছিস, তোকে বিদায় করতে না পারলে আমি স্যারকে ঠিক বাগে আনতে পারছি না। একমাত্র তুই-ই আছিস আমার সঙ্গে ঝগড়া করার জন্য। বাকিগুলোকে পাত্তা দিই না।
---তুমি বক্ বক্ কর। আমি চা টা দেখি।
--হা পাত্রপক্ষকে বসানোর জায়গাটা ঠিক করতে লাগলো। হাত পা ধোয়ারজল, গামছা, সব ঠিক ঠিক জায়গায় রাখলো, গোগুলোকে বাইরে বেঁধে দিয়ে এলো আজ এই বাড়িতে তিপুরই ব্যস্ত থাকার কথা; সে-ই নাই। কাজ করতে করতেই হার কেমন অদ্ভুত লাগে। মাস্টার মশায়ের সাতটি মেয়ে ও একটি ছেলে। একটি সন্তান মানুষ করতেই লোকে এখন হিমসিম খাচ্ছে, তো আটজন। হয়তো অর্জুনের পরে আরও ছেলে চেয়েছিলেন, হয়ে গেল মেয়ে। বংশরক্ষার সেই চিরন্তন আইডিয়া আর কী !
--এই নাও চা। দেখেছ, তুমি হাত দিয়েছো, সব কিছু রেডি !
--হ্যাঁ প্রায়, এবার তুই রেডি হ, কাকিমা সব শিখিয়ে দিয়েছে তো? গায়ে কাপড় দিয়ে ঢুকবি, সবাইকে প্রনাম করবি। অন্য সময় আমার সঙ্গে ঝগড়া করলেও আজ আমারও পদধূলি নিবি। আমি থাক থাক বলে দুপা পিছিয়ে তোকে গাদা গাদা পায়ের ধুলো দেব।
--তোমাকে প্রনাম করতে বয়ে গেছে। তুমি তো দাদা।
--তাহলে ভাই ফোঁটায় করিস যে !
--সে তো বাধ্য হয়ে।
--শিপু।
--বলো।
--তিপুর কথা মনে হয় না ?
--হয়তো, শিপু অনুচচ, -এ বাড়িতে তার কথা বলার উপায় নেই। দিদিটা থাকলে সব সময় মজা করতো। আসলে ছোট থেকেই তো দিদি আমার সঙ্গী, কেমন আছে, কোন খবর জানো?
--জানি, ভালোই আছে।শ্বশুরবাড়িতে ওর খুব আদর।
--ইস, আজকের দিনে একটা জামাইবাবু থাকলে কতো মজা হোত বলতো?
যাক, আর একথা নয়। বাবা শুনলে অনর্থ করবে, তবে জানো হাদা, আমাকে না একটা ছেলে ভালবাসতো, বাবার ভয়ে এগোতে পারিনি, এখানেও পাত্রর নাকি বয়স বেশি, মা খুঁত খুঁত করছিলো।
--তোর আর সম্বন্ধ আসে নি?
--এসেছিলো তো। বয়সটাও কম ছিলো, বাবা রাজি হয় নি। চক্কোত্তি বামুনের গোঁ জানতো? বিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা আছে। বাবা নাকি ছেলেকে বলেও দেবে সেজদির সঙ্গে কোন কনেক্শ্ন না রাখতে।
--তোর মত নেন নি?

--খেপেছো ? দাদা নাম দিয়েছে জানো না ? সম্রাট নিবারন। কোন বারন শোনে না।
--তুই মেনে নিলি ?
--কী করবো বলো ? সেজদির মতো সাহস তো আমার নেই। কোথায় যেন পড়ছিলাম, উপন্যাসের নায়িকা বলছে তার জীবনের সিদ্ধান্তগুলোর দায় তারই। বাবা মা চাপিয়ে দিতে পারে না। জানো, মাঝে মাঝে মনে হয়, আমিও বিদ্রোহ করি। পারিনা। আসলে সেজদির মতো আমার তো অর্থবল নাই।
--এটাই হচ্ছে বিপদ। পৃথিবী কোথায় যাচ্ছে। অথচ মেয়েরা যা ছিলো, প্রায় তাই-ই একটা সাবালক যেমন ভাবতে পারে তার জীবনটা কে কোন খাতে বাইবে, একটা সাবালিকার সে অধিকার নাই। তাকে বাবা মায়ের মত মেনে নিতে হয়। ভেবে দেখ, বাবা মা সুপাত্র খোঁজে, মেয়ের পছন্দ অপছন্দের ধার ধারে না। পছন্দ করা পাত্রর সঙ্গে বিয়ে হলে একটা সংগ্রাম করার সুযোগ থাকে, মানুষ নিজের ক্ষমতার উপর আস্থা অর্জন করতে পারে। কিন্তু তোর বিয়েটা হবে স্রেফ একটা বউ হওয়ার জন্য। সংসার করবি, বাচচা কাচচা হবে, সেগুলোকে বড়ো করবি। তারপরেই তো হরি দিন তো গেল, সন্ধ্যা হোল

হাদা, তুমি তো কখনো এভাবে বলো নি।
--তোকে বলার সুযোগটা পেলাম কোথায় ? তিপু আমার চোখ খুলে দিয়েছে, কল্যান এখনো চাকরি পায় নি। তবে পাবে।
--তুমি এতো কথা জানলে কী করে ?
--চেষ্টা করেছি , তাই জেনেছি.
--বাবা ম া জানে ?
--কী করে জানবে ?
--বলবে ?
--দেখি সুযোগ হলে, ওই তো কাকিমা এসেছেন।
মালতির মুগ্ধ স্বর শোনা গেল, --হা হাত লাগিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে বাড়িটার ছিরি ফিরে গেল। কীরে তুই যা। রেডি হ।
--হ্যাঁ যা, রেডি হ, কাপড় - চাপড় পরে আমায় প্রনাম কর। রিহার্সাল দে।
--তোমাকে প্রনাম করতে আমার বয়ে গেছে।
--আহা, প্রনামটা না হয় দূর থেকেই করিস। ফ্লায়িং প্রনাম আর কী! আমার তো একটা আশীর্বাদ করার সুযোগ থাকবে। দূর থেকেই না হয় বলবো, প্রণাম করতে হবে না বাছা তোমার একশো বছর , থুড়ি নিরানববই বছর পরমায়ু হোক।
--দেখনা মা, হাদা কেমন পিছনে লেগেছে।
--তা কে আর লাগবে! ছোটভাই থাকলে সেই লাগতো। তা তো নেই। দাদা একটা আছে বটে। সে কোথায় বাউন্ডুলে প ানা করছে কে জানে ? তোর মনে আছে, হা কেমন তিপুর পিছনেও লাগতো। যেন বন্ধু ! কে বলবে তিপু ওরই কোলে পিঠে মানুষ হয়েছে। মনে রাখিস ওই আমাদের বড়ো ছেলে।
শিপু মুখ ভেঙচে চলে গেল। হা হেসে ফেললো।
--কাকিমা, আজ তিপু এখানে থাকলে কেমন জমজমাট হোত।
--সে কী আমি বুঝিনা বাবা ! কিন্তু তার নাম উচচারন করা যাবে না, আমি তো মা, আমার কী কষ্ট হয় না ?
--কাকিমা, জীবনে একবারও কী প্রতিবাদ করতে পারেন না ?
--না বাবা, সে ভাবে তো মানুষ হই নি। স্বামী যা বলেছে মেনে নিয়েছি। এতগুলো ছেলে মেয়ে হয়েচে, আমার কী কষ্ট হয়নি ? এখন এই শিপুর জন্য যা খরচ হবে ভাবছি, অন্যগুলোকে পার করবো কী ভাবে ? তিপুর জন্য তো খরচই হয়নি।
--কাকিমা, আপনার মনে হয় না মেয়েরাও রোজগার কক।
আমার যখন বিয়ে হয় বাবা, তখন অসুবিধা ছিলো না। সস্তাগন্ডার বাজার। এখন মনে হয় একার রোজগারে আজকাল চ ালানো মুস্কিল। দু'জনের রোজগারে একটু সুরাহা হয়। ছেলে পুলে ও কম হওয়া দরকার।
--কাকিমা, এ গুলো কেউ আপনাকে শেখায়নি। আপনার নিজেরই ভাবনা। আপনাদের এত গুলো সন্তান। তাদের পড় াশুনো, তাদের ভরন পোষন, যথেষ্ট খরচের ব্যাপার। আমাদের দেশে বাবা মায়েরা এখনো সন্তানকে দায় হিসাবে ভাবে

কেন? মেয়েরাও লেখাপড়া শিখে নিজের পায়ে দাঁড়াক। বিয়ে দিতেই হবে ? সব ছেলেরাই কি বিয়ে করে?
--সব তো বুঝি না বাবা। তবে একটা জিনিষ বুঝি, আমাদের ধারনা গুলো বদলানো দরকার।
--ঠিকই বলেছেন কাকিমা। এই যে ধন শিপুর বিয়ে ঠিক করলেন, একবারও ওর মত নিয়েছেন?
--না বাবা, তা তো ভাবিনি, আর আমি মা হয়ে ভেবে কী হবে? ওর বাবা যা ঠিক করবে তাই হবে। আমার ক্ষমতা নাই ত ার কথা অমান্য করার।
--কিন্তু মেয়ে স্বাবলম্বী হলে আপনারা জিজ্ঞাসা করতেন না? কিন্তু শিপু তো তা নয়, তাই জানবার চেষ্টাই করলেন না যে এ বিয়েতে ওর মত নেই।
--সে কী, ও বলেছে না কি ?
--বলেছেই তো। ছেলের বয়স বেশি। বিয়েটা ঠিক সাজন্ত হচ্ছে না। ও তো তিপুর অবস্থা দেখেছে, নিজে পছন্দ করে বিয়ে করবে সে সাহস তার নেই।
--হা, বাবা, আমারও খুব পছন্দ ছিলো না। বলেছিলাম ও। কিন্তু... । তুমি একবার তোমার মাস্টার মশাইকে বলবে?
--আপনি সহায় থাকলে বলবো। স্যার আর কী করবেন? বলবেন, 'তুই বেরো।' আমিও আদেশ পালন করে বেরিয়ে য াবো। তারপর আবার ঢুকবো। প্রথম কাজটা করবো কারণ স্যারের আদেশ। দ্বিতীয় কাজটা করবো স্যারের বাড়ি। গুগৃহ। মালতী হেসে ফেললেন,
--তুমিই ঠিক তোমার স্যারকে বোঝ, আচ্ছা তিপুটা বাবাকে কিছুতেই বোঝাতে পারলো না,
--আমি যত টুকু শুনেছি, ও অনেক চেষ্টা করেছে মাস্টারমশাইকে বোঝানোর জন্য। স্যারই গোঁ ধরে কিছুই মানতে চান নি।
আমি তো ভালো বুঝছিনা বাবা। আমাদের মা বাবা বিয়ে দিয়েছে। যার সঙ্গে দিয়েছে তার সঙ্গেই জড়িয়ে আছি। আজক াল সব বদলে যাচ্ছে সেটা বুঝি। বামুনের অহংকার আর বোধহয় থাকলো না। ওই তো ও বাড়ির অনুদিদির ছেলে নিজে বামুন হয়ে ঘোষের মেয়েকে বিয়ে করলো, ওরা তো সুখেই আছে। আনুদিকে খুব যত্ন করে বৌটা। সবাই তো প্রশংস াইকরে।
--তাই তো বলছিলাম কাকিমা, জাতপাতের বিধিগুলো উঠে যাচ্ছে। আগেকার দিনে যেমন কুলীন প্রথা ছিলো। একজন কুলীন অসংখ্য বিয়ে করতো, কাগজে লিখে রাখতো কোথায় কোথায় তারশ্বশুরবাড়ি। কোন মেয়ে কী এতে সুখেথাকতো? প্রথাটা কি ভালো ছিলো?
--না , বাবা।
--তাহলে জাতের মধ্যে ভালো ছেলে না পেলে, অন্য জাতে বিয়ে দিতে আপত্তি কী?
--কথাগুলো ঠিকই বলেছো। কিন্তু এ সব ভাবতে ভয় করে বাবা। ওই তো তোমার স্যার আসছে। একটু বলো না।
--এই তো হা কর্মোদ্যোগী হয়েছে, --আর সবরেডি। তুই এখন যাস না যেন,
--না, স্যার আমি যাচ্ছি না, তো স্যার, বলছিলাম কী, বিয়েতে শিপুর মত নিয়েছেন ?
--শিপু ? মেয়েছেলে! তার আবার মত কী নেব? পারিস বটে।
--মেয়েছেলে হলেও সে বি-এ পাশ করেছে। একবার জিজ্ঞাসা করবেন না?
--না, কারন ছেলে সুপাত্র। আর, তার মত না থাকলেও আমি শুনবো না। কারন আমি বিয়ে দিচ্ছি।
--আপনি না দিয়ে যদি সে নিজেই বিয়ে করতো আপনি মেনে নিতেন?
--তুই বড্ড বক্ বক্ করিস। শিপু কি তোকে কিছু বলেছে?
--শিপু বলেনি। আমি কানাঘুষোয় শুনেছি, আপনার উপরে কোন কথা নেই, তবে চাকরি করা আর একটু কাছাকাছি বয়সের পাত্র দেখলে হোত না?
--না, হোত না। আমি খুঁজেছি। তার উপর আজ পাকা দেখো। আমি কথা দিয়েছি। এর অন্যথা হবে না।
--আমি জানি, আপনি গ্রাহ্য করেন না। তবু পড়শিরা কী বলছে জানেন?
--কী বলছে?

--আপনি তিপুকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য জোর করে শিপুর বিয়ে দিচ্ছেন।
--কে বলেছে? তাকে একটা পাত্র জুটিয়ে দিতে বল। অতো সোজা? আমাকে আর জ্বালাস না। একজন তো মুখে চুনকালি দিয়ে চলেই গেছে।
--কেন কল্যান কী পাত্র হিসেবে খারাপ?
--খুবই খারাপ। তার উচিত ছিলোনা বামুনের মেয়েকে বিয়ে করা চাক্‌রি করা বউ পেয়েছে, আর বিয়ে করে নিয়েছে, ব াউন্ডুলে।
--ও, এবার চাক্‌রি পাবে স্যার,
নিবারণ মুহূর্তের জন্য থম্‌কে গেলেন, হা এতো জোর দিয়ে বলছে কী ভাবে ? তবু মচ্‌কালেন না,
--কচু পোড়া পাবে। রেজিষ্ট্রি ম্যারেজ করেছে। কাঁচকলা করেছে। সোশ্যাল ম্যারেজ হবে, গুজনদের আশীর্বাদ নেবে, তবেই না বিয়ে।
--ওদের সোশ্যাল ম্যারেজ হয়ে গেছে স্যার।
নিবারণ স্তব্ধ। এতদূর? বাবা মা কেউ জানলো না। চোখ দিয়ে তাঁর আগুন বেরোতে লাগলো,
--তুই কী করে জানলি?
হা এই প্রশ্নটার উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করলো না।
--বল?
--আপনার অভাবে তিপু খুব কান্নাকাটি করছিলো। এক অতি শিক্ষিত মানুষ কন্যাদান করেছেন। কল্যানদের বাড়িতেই বিয়েটা হয়েছে।
এত কিছু জানে মানে হা সেখানে ছিলো, এই চিন্তাটাই নিবারনকে হয়তো একটু স্তিমিত করেছিলো।
--স্যার, বাবা মা-ই তো সন্তানকে ক্ষমা করে, আজকের দিনটায় আপনি পারেন না।
--না।

।। ঊষা ।।
কনটেম্পটের কেস করে এসেছে। কল্যান মোটামুটি আশাবাদী, উকিল তো আশার কথাই শুনিয়েছেন, একটা বেকারের ক াছে আগের দু দফায়, পাঁচ হাজার , তিন হাজার নিয়েছেন। এবারে নিলেন আট হাজার, প্রতিবারই আশার কথা শুনিয়েছেন। এই চাকরি হয়ে গেল বুঝি। প্রতিবারেই গেরো। প্রতিপদেই বাধা। এবার জমকালো কিছু হবে বোধহয়। না হলেও বলার কিছু নেই, উকিলবাবু অবশ্য যথাবকে, --আরে বাবা, মেশিনটা চালাতে গেলে তোলের দরকাতর হয়, সেটা অবশ্য কল্যান হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছে। কিন্তু কতো জায়গায় তেল সঞ্চন করতে হবে, সেটা ঠিক ঠাহর হয় না। আচছা ড াক্তাররা ভুল ভ্রান্তি করলে কন্‌জিউমার প্রোটেক্‌শন অ্যাক্টে ফেলা যায়; উকিলরা যদি ভুলভ্রান্তি করে? যদি অন্য পক্ষের কাছে টাকা খেয়ে মক্কেলকে হারিয়ে দেয়? কিছু হবে? অথবা জজসাহেব নিজেই ন্যায়বিচার না করতে পারেন? তাঁর ? কিংবা মাস্টারে যদি ভুল পড়ায় ? তখন কি শাস্তি হবে? কল্যান অনেক ভেবেছে, উত্তর পায় নি। সঠিক প্রাপক যদি তার প্র াপ্য না পায়, তাহলে সেখানে কনজিউমার প্রোটেকশন থাকবে না কেন? কোনটাই বা বিনাপয়সায় হয় ? ন্যায্য পাওনাও পয়সা গুনে পেতে হয়। স্কুলে-কলেজ, কোর্ট - কাছারি--অফিস-থানা, সবজায়গাতেই টাকার খেলা, তার উপর আছে সরকারের খোঁচড়গিরি। ট্যাক্সের সতের কাহন। কী আমার রাষ্ট্ররে !শুধু দুইবার যন্ত্র! জনগন নামক রক্ত বীজের হাড়কে শুধু শোষন করে যাও, মাড়াই করে ফেলে শুধু ছিবড়ে করো! হ্যাঁ তেলটুকু তুলে নিয়ে। কী করবে জনগন? ক্ষুব্ধ হবে, র াগবে, গাল দেবে, এই আর কী , রাষ্ট্র দাঁত বের করে গোপনে হাসবে. সবই জনগনের ভালোর জন্য। গনদেবতার বৃহত্তর স্বার্থের জন্য, রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের কাছে কীটানুকীট জনগনের কিস্যু করার নেই। জনরোষ? হয় না কী? জনরোষ বলতেও কোন পার্টির ব্যানারে প্রতিবাদ, বন্‌ধ, কিছু লোকের ছুটি, বেশিরভাগে পেটে টান, বনধ, সফল হয় ভয়ে, তারপর সকল বন্‌ধের জন্য জনগনকে হার্দিক অভিনন্দন। সত্যিকারের জনরোষ বলতে যা বোঝায় তা এখন ও ব্যক্তিমানুষের নিজের মধ্যে। জনরোষের অভ্যুত্থান সত্যিই যদি হয়, তাহলে ধান্দাবাজেরা পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। এখন যা হচ্ছে তা লোককে বে

াকা বানানো, লোক খেপানো, পার্টির লোকেরা জানে পাবলিক কী খাবে, পলিটিক্স এখন শুধু টাকা রোজগারের পলি-ট্রিক্স।

এবারে কোর্টে গিয়ে শুনে এলো আরও অনেকেরই তারই মতো দশা। তবে ও এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে ঘুষ নিয়ে ন াম তুলিয়েছে, কল পেয়েছে। কারও ইনটারভিউ হয়েছে, কারও হয়নি। কেউ-ই চাকরি পায়নি, শেষ সম্বলটুকু নিয়ে কোর্ট কাছারি করেছে, সর্বত্রই একই খবর। এমপ্লয়মেন্ট, এক্সচেঞ্জকে জানানো দরকার ছিলো যে আর কোন ক্যান্ডিডেট যাতে না যায়। কিন্তু তা হয় নি। ক্যান্ডিডেট চলে গিয়েছে। সেখানে গিয়ে শুনেছে আইন বদলে গেছে। ম্যানেজিং কমিটি কোথাও বা দয়াপরবশ হবার চেষ্টা করলেও পার্টির কোন মাতব্বর হস্তক্ষেপ করে সব তছনচ করে দিয়েছে। বোঝাই যাচ্ছে স্কুল সা র্ভিস কমিশন টাও পার্টির হাতে চলে যাবে। যেভাবে কলেজ সার্ভিস কমিশন চলে গেছিলো। কোন লুকোছাপা নেই। সবাই জানে। প্রাইমারি টিচার থেকে ইউনিভার্সিটির ভি সি. --সবই পলিটিক্যাল অ্যাপয়ন্টমেন্ট। কিছু পেতে হলে কিছু ছাড়ো।

এ এক ঘোর তমসাচ্ছন্ন অবস্থা। তার উপর এস. সি, এস. টি, ও-বি.সি, আরও কতো কী? সুন্দর ছাগুলে ব্যবস্থা, সবাই তাঁবেদারি কক, এটাই পার্টি চায়। প্রতিবাদ চলবে না। কোয়ালিটির কোন মূল্য নাই। তবে মুস্কিল হচ্ছে প্রসাদ এতটুকু, ভক্ষক অনেক বেশি। কাকে দেওয়া হবে, কে পাবে এ নিয়েও ক্ষোভ ধূমায়িত, কী যে হবে জাতটার? সাধেকী আর অভিমন্যুদা বলেছে সরকার মানে কিছু ভোগী লোকের সমষ্টি। একবার মন্ত্রী হলেই কয়েকটি জেনারেশান নিশ্চিন্ত। একটি দুটি বোকা লোক কিছু বানাতে পারেন না। তারা বুনো রামনাথ হয়েই থাকে। কিন্তু তাতে তো দেশ ঠিক হয় না। অনেকগুলো বুনো একজায়গায় জুটলে একটা জাতির উত্তরন হয়।
--কল্যান দা কী ভাবছেন? সুজাতাদির ধ্যানে মগ্ন ? সে গেল কোথায়, চা খেয়েচেন? অর্পিতা ঝড় এলো।
কল্যান হেসে ফেললো, --এই তো মিস ঝঞ্ঝা এসে গেছে দাঁড়াও, একটা একটা করে উত্তর দিই, কী ভাবছি-র উত্তর হচ্ছে চাকরিটার কথা ভাবছি, সুজাতাদির ধ্যানে মগ্ন কী না--তার উত্তর হচ্ছে যখন চোখের সামনে থাকে না, তখন গভীর ধ্যানে মগ্ন থাকি। সে কোথায় প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে ডিউটিতে গেছে। চলে আসবে শিগগির। আর শেষ কথা, চা খাই নি। শালিগুলে া আজকাল কম আসে। তবে আজ চা জোটার সম্ভাবনা আছে।
--বললেই তো হয়, শালিরা তো রেডি, দাঁড়ান, চা করতে করতে আপনার লেটেস্টগুলো। শুনি কী কতদূর হোল। কলক াতা থেকে তো অনেকদিন আগেই ঘুরে এসেছেন,
--হ্যাঁ, কন্টেম্পট করেছি, অর্থাৎ আদালত অবমাননার দায়ে কেস করেছি ডি - আই এর বিদ্ধে। যদি সব ঠিকঠাকচলে, ত াহলে তো অর্ডার, বের হওয়ার কথা, উকিল ব্যাটা অবশ্য বলেছে আমাকে আর যেতে হবে না. ডাক যোগেই সব এসে য াবে। তবে না আঁচালে তো বিশ্বাস নেই। দেখি আর ক'টা দিন।
--এই সময়টা খুব কষ্ট হয়, না কল্যানদা।
--খুব কষ্ট হয়, পুষের এই কষ্ট তোমরা বুঝবে না দিদিমনি। মাঝে মাঝে মনে হয় স্কুল - কলেজ - ইউনিভার্সিটিগুলো কী করছে? এ শুধু কিছু পুঁথিগত বিদ্যা দিয়ে মানুষের হাতে কিছু মূল্যহীন চোথা ধরিয়ে দেওয়া।
--সত্যি কল্যানদা, যতো দিন যাচ্ছে, ততোই বাড়ছে বেকারি আর হতাশা, শিক্ষিত ছেলেরা অর্থকরী কিছু না করলে সম াজে বিপর্যয় আসবেই, বাচচাভুলনো ডায়ালগ দিয়ে আর কত দিন চালাবে অপদার্থগুলো?
তুমি তো জানো দিদিমনি, কেন্দ্র ও রাজ্য ভাগাভাগি করে দেশ শাসন করে, আমাদের দেশে বেশিরভাগই সাধারন মানুষ, এবং আমরা কেউ বাঁচার মতো বাঁচিনা। সরাই অস্তিত্ব রক্ষা করে। সেটুকু করাই অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে, চুরি ডাকাতি ব াড়ছে, রাহাজানি জুয়োচুরি বাড়ছে। রাজ্যে রাজপাট চালাতে পারছে না। যেটুকু অর্থগাম হচ্ছে ঠাটবাট বজায় রাখতে এবং ব্যক্তিগত আখের গোছাতেই সব শেষ। তারপর দিনরাত কেন্দ্রকে গালাগালি দিচ্ছে। সাধারণ মানুষেরও দুর্গতির শেষ নেই।
--নিন, চা নিন, আচ্ছা কল্যানদা,শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে আপনাদের কোন যোগাযোগ নেই?
--একেবারেই না।শ্বশুরবাড়ি আমাকে মেনে নিতে পারে নি। ব্যাটাছেলে, তাই তাতে আমার দুঃখ নেই। আমার তো সবই

আছে। দুঃখটা সুজাতার জন্য। ওর সঙ্গে ওর বাড়ির সব সম্পর্ক ছিঁড়ে গেছে।
--সুজাতাদিকে যতটা বুঝি, ওর কিন্তু তাতে কোন দুঃখ নেই। ও একটা আদর্শ নিয়ে আপনাকে বিয়ে করেছে।
--সেটাই তো আরও ভয় শ্যালিকা সুন্দরি! না জানি অজান্তে কখন ওকে দুঃখ দিয়ে ফেলি।
--সত্যি আপনার প্রেমের তুলনা নেই। ওই দেখুন আপনার গিন্নিও এসে গেছে। নে, তো চা-টা ঢাকা দিয়ে রেখে দিয়েছি।
--রেখেছিস? তাহলে আগে চা-টাই খাই। তার আগে তোকে দুহাত তুলে আশীর্বাদ করি। অনেক গুলো পুত্র কন্যার জননী হ, চা টা কিন্তু দান হয়েছে।
--ওটা আশীর্বাদ না, অভিশাপ রে। আধুনিক তত্ত্ব হচ্ছে, নো চাইল্ড, এনজয় লাইফ। তবে আমরা তো অতোটা আধুনিক নই। যাই হোক, আগে তুই লাইনটা ধর। তারপর আশীর্বাদ করিস। মোদ্দা কথা আমরা তাড়াতাড়ি মাসি হতে চাই।
--মার খাবি হতচ্ছাড়ি। এখন ও সব ভাবছিই না। সব থেকে আগে ওর চাকরিটা দরকার। তারপর অন্য কথা ভাববো।
--হয়ে যাবে। যেভাবে কল্যানদা উঠে পড়ে লেগেছে, হয়ে যাবেই, তবে ভাবনাটা কী জানিস, এতো হতাশার পরেও য়ে লোকগুলো দেশ চালাচ্ছে, তারা টিঁকে আছেন কী করে? হতাশা থেকেই আসে রাগ। দাবানল তৈরি হবে।
--সব থেকে দুঃখের কথা কী বলতো অর্পিতা। এরা অজ পাড়া গাঁয়ের অত্যন্ত সাধারন ঘর থেকে এসেছে। একটা মূল্য বোধ নিয়ে বড়ো হয়। কলেজে পড়ার সময় বিভিন্ন পার্টি তাদের ভালো ভালো আদর্শের কথা বলে। সবাই সাম্যের কথা বলে। কলেজের নতুন পড়ুয়ারা তাতে গলে যায়। নিষ্ঠাভরে পার্টির কাজ করে। তারপর বাস্তব জীবনে প্রবেশ করেই ঘা খায়। স্বপ্নের চরিত্রগুলোর ল্যাঙটো দেখতে পায়, মূল্যবোধ আহত হয়, তা নইলে তোর কল্যানদার মতো মানুষও যে কোনো লেভেলে ঘুঁষ দিতে রাজি! কেন? না একটা ন'হাজার টাকার মাস মাইনের চাক্‌রি!
নিজের জন্মভূমি, নিজেরই দেশ, সেই দেশেরই তিন যুবক যুবতীর মধ্যে স্বদেশ সম্পর্কেই বিতৃষ্ণা পুঞ্জীভূত হচ্ছে। সিস্টেম টাই ঘৃনিত। অস্তিত্বরক্ষার এ এক কঠিন লড়াই। অর্পিতা ভাবে নার্সিং পাশ করে এখনো অবধি বেশিদিন বসে থাকতে হয় না। কিন্তু অনেক অনেক পড়াশুনো করেও ছেলেদেরকে বসে থাকতে হয়।
--আচ্ছা কল্যানদা, সবাই যদি একই পার্টি করত তাহলে কেমন হোত। সেটাইতো পার্টিগুলো চায়।
কল্যান হো হো করে হেসে উঠলো, --এটা দান বলেছ দিদিমনি। একেবারে ধন ধান্যে পুষ্পে ভরা হয়ে যাবে।
--সত্যি কথাই তো, কিছু বাকসর্বস্ব লোক পরের ধরে পোদ্দারি করে। তার নাম রাষ্টব্যবস্থা। না , আর একবার চা খাই, অর্পিতা একটু খাটুক। আমি হাসপাতাল থেকে আসার আগে বাদল দার দোকানে গরম বেগুনির অর্ডার দিয়ে এসেছি। অর্পিতা বা মন্দিরা আসবে আন্দাজ করেই বলে এসেছি।
--কী দান, তোদের ট্যাঁক হালকা করবো, ওর থেকে আনন্দ আর কী হতে পারে ? তুই বরং ড্রেসটা চেঞ্জ করে নে।
--ওঃ, শালির দৌলতে আজ দেখছি দান ব্যাপার। দু-দুবার চা?
--আপনি চাকরিটা পান। তারপর যতবার চাইবেন, , চা করে দেব, হ্যাঁ, তখন যে কথা হচ্ছিল, কিছু বাক্যবাগীশ লোপরের ধনে পোদ্দারি করছে। বিভিন্ন ফিকির খুঁজে গলায় গামছা দিয়ে ট্যাক্স নিচ্ছে। আর জনগনের জন্য ভেবে ভেবে মরে যাচ্ছে বলে লম্বা চওড়া লেকচার মারছে।
--ট্যাক্সে সিস্টেম টাই তুলে দেওয়া উচিৎ। সরকার ব্যবসা কক না, মনোপলি বিজনেসই কক। সরকার তো অসীম ক্ষমতার অধিকারী! জনগনকে ব্যবসার উপদেশ দেওয়ার বদলে নিজেরা ব্যবসা করার মুরোদটা দেখাক তো!
কল্যান উত্তেজিত হয়ে ফুঁসতে লাগলো। অর্পিতা এ যুগের মেয়ে। এই উপলব্ধি তার হয়েছে। মেয়েরাও এখন শিক্ষিত হচ্ছে, চি বদলাচ্ছে।। তারাও চায় সংসারে সচ্ছলতা আসুক, আসলে সকলেই একটু ভালোভাবে, বাঁচার স্বপ্ন দেখে। সে কল্যানের দিকে বিষন্নতাভরা মুখ নিয়ে তাকিয়েই থাকলো।
--ট্যাক্স চাপানো মানে কী? গনতন্ত্রের নামে আর এক ধরনের সামন্ততন্ত্র। আমার আইনি ক্ষমতা আছে। আমি কেড়েখাই।
--সত্যি কল্যানদা। মাঝে মাঝে যখন ভাবি ভীষণ রাগ হয়। আমরা কেউ-ই সরকারের ভূমিকায় খুশি নই।
-- কেউ -ই নই। যারা বেকার তারা তো বটেই, যারা চাক্‌রি করে, তারাও খুশি নয়। সরকারের সমস্ত ডিসিশনগুলোই যেন ভুলে ভরা। যা বলে সবই মিথ্যা। একপেশে, পার্টি ঘেঁষা কথাবার্তা। মানুষের সার্বিক মঙ্গল এরা চায় না। এইধর না, ইংরাজি তুলে দিলো প্রাইমারি সেকশন থেকে। অথচ ইংরাজি ছাড়া এক পা ও চলবে না।

বাইরে কে কড়া নাড়লো কল্যান দরজা খুলতেই বাদল একগাল হাসির বাদলা এসে ঠোঙা ভর্তি গরম বেগ্নি দিয়ে চলে গেল।

--কইরে, সুজাতা দি, তোর হোল? বেগ্নির প্রবেশ। চা-ও অন্তরালে নয়।

--আমারও প্রবেশ। একবার তুই বোস। এখন অর্পিতা টি আর বাদল বেগনি আমিই সার্ভ করব। তোদের কথাগুলো শুনছিলাম। সত্যিই তো আমরা ইংরাজিতে নেহাৎই কাঁচা, নার্সিং স্টাফদের দেখ কেউ-ই ইংরাজিত সচ্ছন্দ নয়। অথচ বেশিরভাগ বি-এ পাশ, নিদেন পক্ষে হায়ার সেকেন্ডারিতো বটেই। ক্লাস সিক্স থেকেই ইংরাজি শিখলেও একটা ভাষা শিখতে ক-বছর লাগে? অথচ বেশির ভাগ বাংলা মিডিয়াম স্কুলের একই হাল। ছেলে মেয়েরা ভাষা শিখছে না। কে নারকমে কিছু কেরামতি শিখে মাধ্যমিকে ইংরাজির বৈতরনী পার হচ্ছে। এতে লাভ কী? ইংরাজি শেখানোর মাস্টার কোথায়? আমাদেরকী এতই ডাল ব্রেন? না যে শেখাবে তারই শেখানোর মত প্রাইমারি জ্ঞানই নাই, আসলে আমার মনে হয় একটা বাংলা মিডিয়ামের বাচচাকে ইংরাজি শেখানোর যে প্রসেসে নেওয়া দরকার, সেটা সম্বন্ধে শিক্ষাবিদদের কোন ধারনাই নেই।

--বেগুনি দান রে সুজাতা দি। তুই যা বলেছিস ঠিক কথা। আমাদের বাংলা মিডিয়ামের স্কুলগুলোতে সিক্স থেকে টুয়েল্ভ্ পর্যন্ত সাতবছর ইংরাজি শিখেও ক'জন কন্ফিডেন্টলি ইংরাজি বলতে বা লিখতে পারে? সাতবছর সময়টা কম নয় কিন্তু। আমার পিসির সঙ্গে সাউথে একটা হাসপাতালে গেছিলাম। ওখানে প্রতিটি নার্স দিব্যি ঝরঝরে ইংরাজি বলে। আবার নিজেদের মধ্যে ওদের নিজস্বভাষায় কথা বলছে। তখন বড়ো ইনফিরিয়রিটি কম্প্লেক্সে ভুগি। এটা কেন হবে। হবু মাস্টার মশাই, আপনার মত কী?

--মাস্টার মশাই হবো কী না জানিনা দিদিমনি। তবে মন্টেসরি থেকে শোহার্বার্ট স্পেনসার থেরে ফ্রয়েড বল বা ঈশ্বরচন্দ্র থেকে রবীন্দ্রনাথের মতামত কিছু কিছু পড়তে হয়েছে। নিজেরও কিছু অভিজ্ঞতা হয়ে বি-এড পড়ার সময়। তবে বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে আমার মত তোমাদেরই মতো। বাংলা এবং ইংরাজি দুটো ভাষাই আমাদের একইযত্ন নিয়ে শেখানো উচিৎ। তুমি তো ইংরাজি কন্ষ্ট্রাকশনের কথা বলছো। বাংলা নামের ইংরাজি বানানই কী আমাদের সঠিকভাবে শেখানো হয়? উদাহরন স্বরূপ বলছি, ক্লাশ টেন এর ছেলেকে তুমি যমুনা ব্রহ্মা, ভীষ্ম আর প্রজ্ঞা, এই চারটে বানান ইংরেজিতে লিখতে দাও। ক'জন সঠিক লেখে দেখো। এটা শিক্ষা পদ্ধতিরই ভুল। লার্নিং ইংলিশের প্রবক্তারা এটা আমার চ্যালেঞ্জও হিসাবেই নিতে পারেন।

--তা আপনি যদি নীতি নির্ধারন করেন, আপনি কী বলবেন?

--বলবো, মাতৃভাষা মাতৃদুগ্ধ এটা ভুল থিয়োরি। অন্ততঃ আমাদের দেশেতো বটেই, ইংরাজি হওয়া উচিৎ নার্সারি থেকে। অন্তত ইংরাজি ক্লাশে টিচার রা ছোট ছোট ইংরাজি বলবেন। একটা ভাষা শেখানোর জন্য প্রথম থেকেই ইয়ার হ্যাবিট করানো দরকার। তরে যে টিচার রা এখন শেখাচ্ছেন, তাঁরা যদি পুরনো মতেই শেখান, তবে কেতাবি পড়া টুকুই সার হতে। বারো বছর ইংরাজি শিখেও দক্ষতা আসবে না। আরে তার উদাহরণ হচ্ছি আমি নিজে। এম এ পাশ করেছি, বি - এড করেছি। অথছ ইংরাজিতে কথা বলতে তো পারি না। লিখতে দিলে হয়তো কিছুটা পারবো, কন্তু নিশ্চয়ই সাবলীল হবে না। আমার জ্ঞান নিয়ে বাংলা মিডিয়াম স্কুলে ইতিহাসটুকু নিশ্চয়ই পড়াতে পারবো । ইংলিশ মিডিয়ামে তো পারবো না। অস্বীকার করে লাভ নেই। ইংরাজি নিয়ে একটা ভীতি বা দ্বিধা থেকেই গেল।

আবার দরজায় কে কড়া নাড়লো। কল্যান দরজা খুললো। ক্যুরিয়র সার্ভিসের লোক এসে একটি চিঠি দিয়ে গেল। কল্যান চিঠিটা খুলে পড়লো পড়ে সুজাতার হাতে দিলো। সুজাতা পড়ে অর্পিতার হাতে দিলো। অর্পিতা পড়ে ডানহাত মুঠি করে চিৎকার করে উঠলো,---ইয়াঃ।

মহামান্য আদালত ডি - আই কে কড়কে দিয়ে কোর্টের চিঠি দিয়েছেন।

।। বাহুবলের রকমফেরা ।।

সারভাইজাল অফ দ্য ফিটেস্ট। কথাটা বহুবার শুনেছে কল্যান। এবার নিজের জীবনেই অ্যাপ্লাইকরে ফেললো। এ জগতে দুর্বলের স্থান নেই। যার রোগ হয়, তার যুদ্ধ করার ক্ষমতা না থাকলে রোগমুক্তি হয় না, যার মেধা কম, সে শিক্ষালয়ের

পরীক্ষাগুলোতে পিছিয়ে পড়েঃ যে জাতি শক্তিতে প্রবল, সে অপরকে পরাজিত করে সর্বস্ব ভোগ করে।বাঘ মানুষ খায়, মানুষ ছাগল খায়, ছাগল ঘাস খায়, জমিদার দের লেঠেল, পালোয়ান ছিলো, বাহুবলের রমরমা ছিলো। সর্বত্রই প্রবলের একটা গরিমা প্রকাশ পায়। জগৎটাই তাই। ভারসাম্য বজায় রাখা পুরনো কাহিনি। কিন্তু বাহুবলের মেটামরফোসিস হয়েছে। ঘুষ, দালালি, কাটমানি, ইনসেনটিভ্, পানখাওয়া, - এগুলো ছাড়া তো এ জগৎ অচল। তোমার ঘুষ দেওয়ার ক্ষমতা নাই, তোমার কিছুই হবে না। তোমার ঘুষ দেওয়ার ক্ষমতা আছে, তোমার সবই হবে, কোথায় যেন পড়েছিলো, ইভ্ন্ জাস্টিস ইজ টু বি পারচেজ্ড্। তবে ঠেক জানতে হবে। জানতে হতে কাকে ঘুষ দিতে হবে, কতো দিতে হবে। তার জন্যও আছে দালাল, ফড়ে কো-অর্ডিনেটর, কল্যান শিখে গেছে কোন কোনসরকারি চাকরি লোভনীয়। তাতে দু-নম্বরি আসবেই। আসলের চেয়ে সুদ বেশি মিষ্টি। এই ব্যাপারগুলোকে আগে ঘৃণা করতো। কোন দিনই পছন্দ করে নি। নিজের কাছে নিজেকে ছোট বলে মনে হয়। অভয় আবার একদিন বুঝিয়েছিল, --সারভাইভ্ করতে হলে মাল চাই বুঝলি, তবে ই তুই ফিট, বেশি মিষ্টি ঢাল,ইনটেস্ট হয়ে যাবি। চাইকী প্রেসিডেন্সিতেই পেয়ে যাবি। তবে অতো মর্তমান কলা আমাদের মতো গাঁয়ের লোকেদের পেটে সইবে না। আমাদের এই সব হা-ঘরে স্কুলই ভালো। আমাদের জন্য হচ্ছে নেংটি ইংদুরের মতো আধপাকা কলা। ঠাকুরের ঘটের সঙ্গে যে গুলো বিসর্জনে চলে যায়। বাংলা কথা হচ্ছে চাকরি বাগাও, টিউশনি বানাও ঘুষ হিসাবে যা দিয়েছি, তার একশো গুন তুলে নাও। এই চলছে রে! ক্লাশে মাস্টারি করার দরকার কী? এ বি টি এ তে নাম লেখালেই হোল। আপদেমস্তক সব সরকারি চাকরিতেই এই, লোভ দেখাও, ভয় দেখাও, চোখ রাঙাও, ফাইল চেপে দাও, পলিটিক্যাল চাপ দাও; ঘুষ দিলেই সব ঠিক। চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দাও। কথা শোনো; তা না হলে ইউ ডোন্ট এক্সজিস্ট, বুঝলি?

সুতরাং সারভাইভ করার বীজমন্ত্র পেয়ে কল্যান ঝাঁপিয়ে পড়লো। ঊননববই থেকে চেষ্টা করছে। নিরানববইতে আর ছাড়াছাড়ির প্রশ্ন-ই নেই।

কোর্টের চিঠি পেয়ে পরের দিনই স্কুলে গিয়ে হেডমাস্টারের সঙ্গে দেখা করলো।

--আরে এতো দান জিনিষ এনেছিস। তাহলে চাকরি তো হয়েই গেল। মিষ্টি খাইয়ে দে।

ছোটবেলায় কল্যান তার প্রাইমারি স্কুলের মাস্টারের কাছে গল্প শুনেছিলো। তিনি খুব কষ্টকরে পড়াশুনো করেছিলেন। বি. এ পরীক্ষাতে ডিস্টিংশন নিয়ে পাশ করেছিলেন। তবুও হাইস্কুলে চেষ্টা না করে দেশ গঠনের উদ্দেশ্যে প্রাইমারি স্কুলে মাস্টারি নিয়েছিলেন। যেদিন সেখানে দেখা করতে এসেছিলেন, প্রাইমারি স্কুলের হেডমাস্টার অন্যান্য শিক্ষকদের সাথে নিয়ে কল্যানের এই মাস্টারমশাইকে মিষ্টি খাইয়েছিলেন।

আর আজ?

তবু সারভাইভাল। দিনকাল বদলে গেছে। কল্যান এখন মন্ত্রদীক্ষিত, বিরক্তিটা গিলেই ফেললো।

--হ্যাঁ সার, ও তো হবেই। আমি তো আছিই । তা এখন আমার কী কর্তব্য বলে দিন।

--তুই একবার দীপক বাবুর সঙ্গে দেখা কর।

দীপক বোস। পাটির মাতববর , ধূর্ত শেয়াল , তাঁরই নির্দেশে আগের ম্যানেজিং কমিটি তড়িঘড়ি ডিজলভ্ড্। আবার তাঁর কলকাঠিতে কল্যানের চাক্রির এই বিলম্বিত লয়, তবে এই অর্ডার টা তাঁর গেলা মুস্কিল।

--হেড মাস্টারমশাই আর সময় পেলেন না? আমার আবার আজ---। তা যাই হোক, পাকা কাজই করেছেন। তা হলে আজই একবার ডি -আই অফিসে যান। কোর্টের চিঠিটা তো ডি-আইকেই দেওয়া।

বোঝাই গেল পাকা কাজ করে ফেলাতে অখুশি। সোজাসুজি কিছু খাওয়ার কথা বলতে পারছেন না। তবে একেবারে নিরামিষাশি প্রানী নিশ্চয়ই নয়। এ লাখের কিছুটা শরিক তো হবেনই। কল্যানের পেট থেকে একটা হাসির দমকা এলো। একবার বাজিয়ে দেখবে নাকী?

--বলছিলাম কী, আপনারা এতটা করলেন। আমার করনীয় কিছু আছে কী?

কল্যান মন্ত্রীকে ঘিরে ফেলেছ। সোজাসুজি অফার।

--আরে ঘরের ছেলে। করনীয় আবার কী, তবে হেডমাস্টার মশায়ের মেয়ের বিয়ে । পারলে হাজার দশেক দেবেন। তবে ওনার হাতে দিলে তো নেবেন না। ওটা বরং---। বরং আমার হাতেই দিয়ে দেবেন।

এই ব্যাপার ? খাসা লেনদেন। তাই সই। কল্যান ঘাড় নেড়ে চলে এলো।
ডি -আই অফিস। আবার হেড ক্লার্ক। নন্দী ভৃঙ্গিকে এড়িয়ে তো মহাদেবের সঙ্গে দেখা করা যায় না।
--আরে দান একটা চিঠি এনেছেন। এবার ঢ্যামনা টা টাইট হবে। তবে যাই কন কিছু তো খাবেই। তাহলে? এবার তো ম াস্টার মশাই হচ্ছেন?
খুব ভালো। ভালো মাস্টার আর কোথায় ভাই? আপনারা হোন, দেশ গঠন হোক, এই আর কী? আমাদেরও দেখবেন।
--সে তো আছেই দাদা। তাহলে এখন কিং কর্তব্যম?
--আরে বসুন, বসুন। চাক্‌রি হয়েই গেছে, আর কী? এখন সবেতেই পলিটিক্স ভাই, এই যেমন ধন এন-এস-সি। ছ'বছরে ডবল, হোত ।
যেমনি সরকার বললো সুদ কমবে, তখনই এন-এসসি বিক্রিই বন্ধ হয়ে গেল। অথচ নিয়ম অনুযায়ী নতুন সুদ চালু হওয়া উচিত ছিলো নতুন ফিনান্‌সিয়াল ইয়ার থেকে। এখানেও তাই, গভর্নমেন্ট সিদ্ধান্ত নিলো এস-এস সি-র থ্রু-তে টিচার নেওয়া হবে। পরের দিন থেকেই অফিসে গুজগুজ, ফিসফিস, পার্টির বাবুদের আনাগোনা, সরকারি অর্ডার আসার অ াগেই আরম্ভ হয়ে গেল দরকষাকষি। কার সঙ্গে? না যারা এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে এসে স্কুল বোর্ডের দ্বারা সিলেক্‌টেড্ ক্যান্ডিডেট। বয়স হচ্ছে ভাই। এসব দেখে শুনে রাগ হয়! বেশির ভাগই সাধারন পারিবার থেকে এসেছে। এই যেমন আপনি।
কল্যান চমৎকৃত।
--এই যেমন আমরা কিছু চাই ; আমরা কী বুঝিনা এটা উঞ্ছবৃত্তি, পারিনা ভাই,
--ঠিক আছে দাদা, আমি বেকার, তাহলেও বুঝি সংসার চালানো কী কঠিন। সংসারের দাবি বেড়েই চলে। কমেনা।
--ঠিক বলেছেন। সবাই বেকার যুবক জেনেও তো তাদের কাছেই হাত পাতি। আপনাকে প্রথম দিন দেখেই কেন জানিনা ভ ালো লেগেছিলো। বসুন, চা খান, আমাকে কাগজটা দিন।
সৌভাগ্য তারই চা খাওয়ানোর কথা। একটি কাগজের ধাক্কায় সে-ই চা পেয়ে গেল। পাঁচ সাত মিনিটের মধ্যেই হেডক্ল ার্কের প্রত্যাবর্তন,
--রেগে টং হয়ে গেছে ভাই। বাড়া ভাতে ছাই তো? বললো এখন তার সময় নাই। পরে আসতে হবে। বিষদাঁত ভেঙে গেছে। ছোবল মারার চেষ্টা করবেই। বলছে ল-অফিসার কে দিয়ে ডিভিসন বেঞ্চে আপিল করবে। কারন সে শুধু গভর্নমেন্ট অর্ডার পালন করেছে। ঢ্যামনার ঘরে আবার এক দাদা ও আছে। তার সাথে সলা করবে আর কী?
'স্বল্পং তথায়ুর্বহবশ্চ বিঘ্নাঃ। আয়ু অল্প, বিঘ্ন পদে পদে।
--তাহলে এর পরে কী হবে দাদা?
--কী আবার হবে? চাকরি হবে।
--না, ওই যে ল-অফিসার যদি আবার ডিভিসন বেঞ্চেটেঞ্চ করে।
হেডক্লার্ক এই সব করে চুল পাকিয়েছেন।
--আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। জজ সাহেব এক মাস টাইম দিয়েছেন তার মধ্যে করতেই হবে। হাইকোর্টে উঠতে হলে ওইসব প ার্টিদাদা ঢ্যাঁফোঁ করতে পারবে না। এতো জেলা আদালত নয় যে এদিক ওদিক কল টিপে আরও দেরি করাবে। হয় ডেট্ দেবে দেরি করে, নইলে উকিলবাবু আসবে না। বা জজ সাহবে আসবে না। কিন্তু এখানকার লোক কলকাতায় গিয়ে কলক াঠি নাড়া একটু মুস্কিল। আপনি বরং পরশু তরশু আসুন। আমি দেখি ঢ্যামনা টাকে একটু বশ করা যায় কী না। ল-অফিসরের সঙ্গেও একবার খেজুরে গপ্পো করতে হবে, আরে ভাই কাঞ্চন মুদ্রার কাছে সব সাপই ফেল। ঠিক ফনা নামিয়ে ফেলবে, ইঙ্গিত স্পষ্ট, কল্যান ও জয়ী হতেই এসেছে। সারভাইভ করার কৃৎকৌশল শিখে গেছে। বেরিয়ে এলো। অভিমন্যুরসঙ্গে দেখা করে সব জানানো। আর জানালো যে এর মধ্যে হাদার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তার কাছ থেকে শুনেছে শালির বিয়ে কথাবার্তা। আরও শুনেছে তার সম্বন্ধেশ্বশুরের মতামত।
অভিমন্যু সব শুনে পরামর্শ দিলেন স্রোতের বিপরীতে না যেতে। এখন প্রথম চাওয়াটা হোল চাকরিটা হস্তগত করা,তাতে যে মূল্যই দিতে হোক না কেন। অভিমন্যু রেডি।

দিন দুয়েক বাদে আবার ডি আই অফিসে গেল। দেখা হোল হেডক্লার্কদার সঙ্গে।
--বরফ গলছে মশাই। তবে অন্য জায়গায়। বরফ গলে, জোঁক ও মাথা নামায়। দুটোতেই নুন লাগে, এবার এ ডি আই কে ধরেছি। আমি বললাম গরিবের সন্তান, বেকার বিয়ে করে বসে আছে, হাজার খানেকেই হবে বলে মনে হোল। পার্টি র দ াদারও ওই রকমই লাগবে, ল-অফিসারকেও ধরেছিলাম, গম্ভীর হয়ে বললেন, যে কেউ কন্‌টেম্‌প্‌ট করলেই কী আমাদের মেনে নিতে হবে? বাবারও বাবা আছে, আমরাই বা ছাড়বো কেন। আমি ও তো এগুলোকে চরিয়ে খাচ্ছি মশাই বিগলিত হয়ে অনুরোধ করলাম। বললাম যে আবার লিটিগেশনে যেতে হলে আপনার মতো বেকার ছেলে কী করে পারবে। লিটিগেশনের জন্য কিছু মূল্য ধরে দিয়ে যদি আপনাকে বাঁচানো যায় তাহলে একটু চেষ্টা করতে। অর্থাৎ অ্যান্টি লিটিগেশন চার্জ আর কী !
হেডক্লার্ক নিজের কৃতিত্বে নিজেই হাসলেন,
--তারপরে মশাই না না করে রাজি হোল, এখানে ও ধন হাজার দুয়েক। ব্যাটারা সব ত্যাঁদোড়। তো আপনি একটুরেডি হন। বললেই তো আর ঝনাৎ করে টাকা বেরোবে না। গরিবের ছেলে। বেকার যুবক। আর হ্যাঁ, এ ডি আই সাহেবকে একটা প্যান্টপিস দেবেন বরং। ভালো দেখেই দেবেন।
এযেন সেই কন্যাপক্ষের সঙ্গে দরাদরি। আমাদের কিছু দাবি নেই। আপনাদের মেয়েকে আপনারা সাজিয়ে দেবেন। আর নতুন সংসার পাততে হলে যা যা দরকার তা তো দেবেনই। ছেলের আবার গাড়ির খুব শখ, বড়ো সড়ো কিছু চায়না। মা তি এইট হানড্রেড হলেই চালিয়ে নেবেন নিজের বিরক্তি চেপে রেখে বললো।
--তাইতো দাদা, আদালতের চিঠি নিয়ে এসেও এতো হেনস্থা। এর পরে স্কুলেও খরচা আছে।
--আর বলবেন না। এই দস্তুর। আদালতের চিঠি আছে বলে পাবেন। না হলে তো পাওয়াটাকেই চেপে দিতো। আবার যদি কোর্ট কাছারি করতে হয়, তাহলে তারও তো একটা খরচা আছে। বুঝলেন তো ?
অবশ্যই বুঝেছে। কোর্ট থেকে মাসখানেক সময় দিয়েছে, এ দিকে রক্তের স্বাদ পাওয়ার এতোদিনের অভ্যাস, জিভ চাটার ব্যাপার টা কী এমনি যাবে। অতএব ঝগড়া হবেই। শহরে এক টাউনবাবুকে জানে, ঠিক শুত্রবারে মালভর্তি লরি আটকাবে, সব লরি ওয়ালাদেরই যাত্রা পথে সব থানার সঙ্গে মাসিক সাতশো থেকে হাজার টাকার বন্দোবস্ত থাকে। এই টাউনবাবু খুবই খালিফা আদমি, লম্বা হাত, শুত্রবারে গাড়ি আটকে বলবে কাগজপত্র ঠিক নাই। ড্রাইভার দেখাবে কাগজপত্র ঠিক আছে। তাহলে কেস দিচ্ছি, কোর্ট থেকে ছাড়িয়ে নাও। শুত্রবার মালিককে জানানো হোল,শনিবার বেলা পুইয়ে মালিক পৌঁছতে পারলো। শনি রবি বরবাদ। সোমবার উকিল জোগাড় করে কেস হবে। মঙ্গলবার হয়তো ফয়সলা। গ্যাঁড়াকল করলে আরও পরে ফয়সলা হবে। গাড়ি পেতে পেতে বুধ-বৃহস্পতি। গন্তব্য স্থানেপৌঁছতে চারগুন লোকসান, অতএব চার পাঁচহাজার ছাড়লেই বৈধ কাগজপত্র গুলো মিথ্যা অবৈধতার বেড়া ভেঙেআবার বৈধ হয়ে যায়। এখানেও তাই। হাতে কিছুটা সময় যখন আছে, যতটা নিংড়ানো যায় ! অদ্ভুত এক দেওয়ানেওয়া, যাকে দিতে হচ্ছে, সে ভাবতে পারে আমিই বা নেব না কেন? লালসার এক অপ্রতিরোধ্য বাতাবরন, মাঝেমাঝেই তো মনে হয় এতো ঘুষ, এতো লোভ সত্যিই কী থাকতো যদি মানুষের এক স্বচ্ছন্দ জীবনের ব্যবস্থা হোত। সকলেই তো চায় ভালোভাবে বাঁচতে। তার রসদ পায় না, অন্য উপায়ে রোজগারের চেষ্টা করে। প্রথমে বাধো বাধো, পরে লাগামছাড়া।
--কী ভাবছেন ভাই?! আর ভেবেই বা কী হবে?! আজ বাড়ি যান। টাকা পয়সার সন্ধান দেখুন। আর হ্যাঁ, আমরা চুনো াপুঁটি লোক। আমাদেরটাও দেখবেন।
--সে তো বটেই। তো বলছিলাম কী, কত টা কী লাগবে যদি আন্দাজ দেন একটা।
হেড ক্লার্কের জিভ চাটার শব্দ শোনা গেল,
--ও আমি হিসেব করেই রেখেছি। আমাকে হাজার তিনেক দেবেন। আর যেদিন অর্ডার হাতে পাবেন সেদিন খুশি হয়ে একটা করে শার্ট প্যান্টের কাপড় দেবেন। খাটালিটা তো সব আমারই ভাই, অফিসের ড্রাইভার টাও কিছু চায়। মিষ্টি খেতে শো খানেক করে দেবেন। ওরা জনা পাঁচেক আছে, পাঁঠাবলির সময় যূপকাষ্ঠে একটি একটি করে উৎসর্গীকৃত প্রাণী যায়, বলিদান হয়। ধড়টি ছট্‌ফট্‌ করে। অন্যান্য ছাগল বা পাঁঠাগুলি ভয়ে কাঁপে তাদের মধ্যে বিপাকীয় প্রত্রিয়া শু হয়। দেহের মধ্যে বিষের সঞ্চার হয়, হের্ডক্লার্কের কথাগুলো শুনতে শুনতে কল্যানের মধ্যে সে রকম অনুভূতি হতে লাগলো।

রগগুলো দপ্‌দপ্‌ করতে থাকলো। হেডক্লার্ক পুনরপি,
--খারাপ লাগে ভাই। কিন্তু চলেও না। আর জানেনই তো, ও ঘরের লোকটি বা তার গার্জেনটি, বা ল-অফিসার নামে শুকুনটা, --তারা তো আপনার কাছ থেকে নেবে না। আমাদের থ্রু দিয়ে নেবে। তাও খামে ভরে, আঠা দিয়ে মুখ বন্ধ করে। আরে ভাই ওটা তো ঘুষ নয়। আপনি খুশি হয়ে দিচ্ছেন, ওনারা দিয়ে আপনাকে কৃতার্থ করেছেন, আমরাঢং দেখি আর হাসি, এ তা ও ভালো, দ্বিধা নেই, দ্বন্দ্ব ও নেই। চাওয়ার মধ্যে সংশয় নেই। আপাদমস্তক উৎকোচ রাজে এটাই স্বাভাবিক সিস্টেম! এ ডি আই এর প্যান্টপিসের কোয়ালিটিতেই বুঝিয়ে দিয়েছে নিজের টি কেমন চাই।
--আজ তাহলে চলি দাদা। আমি ওটা দেখছি। আমি কিছু কিছু করে যোগাড়ের চেষ্টা করছি।
প্রথম গ্রামের বাড়িতে এসে বাবা আর ভাইদের সব বললো। অম্লান ঝাঁঝিয়ে উঠলো, ---তুমি টাকা নিয়ে টেনশন ট্যা ছাড়ো তো মেজদা। আমাদের বাড়িতে তুমিই একা যে একটা মাস্টারি পেতে পারে। এখন নিজের ক্যালিতে কিছু হয় না। টাকার কেরামতি দরকার। সেটা আমরা জানি, রাস্তার ধারে কিছুটা জমি তো আছেই , মন্ডলরা জনিটা কিনতে চেয়েছে, দোকান দেবে, বললেই অ্যাডভান্স দেবে, তোমার এখন কতো লাগবে বলো?
--এখন আঠারো হাজার।
--ঠিক আছে, তোমার কুড়ি হাজারের ব্যবস্থা করছি। ধুতি, শার্টপিস, প্যান্ট পিস দোকান থেকে বেছে দেবো। পরশুই তুমি দীপকবাবুকে টাকা দিয়ে এসো হেডমাস্টারের জন্য। আর সদরে কবে যেতে চাও ঠিক করো।
--কিন্তু যা বলছিস, সেটা করা কী ঠিক হচ্ছে ?
--মেজদা, বিজনেস কিস্যু বোঝ না। এ সব বাবারই প্ল্যান। মোদা কথা, চাকরিটা চাই-ই। আর কতোটা দরকার দেখ। আরও হাজার কুড়ি দেওয়া যাবে ক দিন বাদে।
তাই হোল। দীপক বোসকে দিয়ে এলো দশহাজার। হেডক্লার্ককে দিলো আটহাজার। অম্লান একটি দামি প্যান্টপিস সুন্দর করে প্যাক করে দিয়েছিলো।
--ওটা তো অর্ডার হাতে পাওয়ার পরেই দেবেন। আজ থাক না। আচ্ছা, ...তবে , পিসটা খুব সুন্দর হয়েছে। ভালো কথা হপ্তা দুই বাদে একবার আসুন। স্কুলের হেড মাস্টার মশাইকে আনেন অনেকে। না আনলেও চলে। আনলেই তো একটা ধুতিটুতি দিতে হবে। যতোই হোক্ !
--আমি কী মাঝে একবার খবর নিয়ে যাবো?
--আসবেন ? দরকার অবশ্য নেই, তবুও আসুন।
সুজাতার সঙ্গে বসলো পরবর্তী পদক্ষেপের জন্য। চাই আরো এক লাখ যাতায়াতে কোর্ট কাছাড়ি করে সুজাতার জমানো টাকা তলানি তে।
এন এস সি টা প্রিম্যাচিওর ভাঙিয়ে পেয়েছে বাইশ, বাবার কাছে কুড়ি। কুড়িয়ে - বাড়িয়ে সব মিলিয়ে হবে পঞ্চাশ অভিমন্যুদার কাছে তিরিশ নোব ভেবে সাকুল্যে আশি, বাকি মাইনে পেয়ে মাসে মাসে দিয়ে দেব। সেরকমই সবাই করে, হাতে কিছু টাকা রাখলো বিবিধ খরচ পাতের জন্য। অম্লান এর নাম দিয়েছে ইত্যাদি খরচ।
দশদিন বাদে আবার সদরে গেল। প্রথমে অভিমন্যুকে গিয়ে সব বললো।
--তাহলে কবে নাগাদ হচ্ছে বলুন।
--জানি না দাদা। পূজো দেওয়া হয়েছে। আপনাকে আর কতো জ্বালাবো?
--আমি তো জ্বলতে ভালোবাসি। আর কল্যানভাই যত দিন না চাকরিতে জয়েন করছে, ততোদিন এখানে ঘাঁটি গেড়ে বসে থাকবো। আচ্ছা টাকা কতো লাগবে?
--হাজার তিরিশেক লাগবে। কী ভাবে নেবো?
--কী ভাবে আবার? আমি যাবো। বোনের হাতে দিয়ে আসবো। না, কোন আবেগের প্রয়োজন নাই। এখন ওই গহবরে গিয়ে খবর নিন।
গহবর।
--এসেছেন ? কাজ এগোচ্ছে মশাই। কোন চিন্তা নেই। বসুন, চা খান, হ্যাঁ, সব ঠিকঠাক জায়গায় চলে গেছে। আপনি অ

ারও সাতদিন বাদে আসুন। তার আগেই আমি সই করিয়ে রাখবো। পাঁচদিন বাদে হেডমাস্টারের সঙ্গে দেখা করলো। অনুরোধ করলো তার সঙ্গে যাওয়ার জন্য। স্কুলে টাকা দেওয়ার ব্যাপারটাও আলোচনা করলো। শিব বেলপাতা পেয়ে গেছেন বোঝা গেল।

--তুই আমাদের ঘরের ছেলে। যে ভাবে পারবি দিবি। তবে ব্যাপার টা কী জানিস। আমার তো আবার হাঁটুর ব্যথা। সদরে আজকাল যাওয়াটাই মুস্কিল।

হেডস্যার যখনই সদরে যান, বাসেই যান। এখন খুবই ব্যথা! হতেই হবে। কারন দায়টা কল্যানের।

--সে ঠিক আছে স্যার। একটা গাড়ি নিয়েই যাবো। আমি সকালে এসে আপনাকে তুলে নেবো।

--তাই আসিস। গাড়ি গেলে তো ভালোই। আমি কিছু বাজার সেরে নেবো। লেনদেন শব্দটি হিন্দি থেকে পাওয়া, লেনা দেনা, অর্থাৎ আমি নিলাম এবং দাম দিলাম, শব্দটিকে বাংলা করলে কী দাঁড়ায়? লেন অর্থাৎ নিন, দেন অর্থাৎ দিন। বাজার ব্যবস্থার ঠিক উল্টো, এক হাতে নিন, ও হাতে দিন।

সাতদিন বাদে স্ত্রীর ছলছল চোখের দিকে তাকিয়ে ভোরবেলায় বেরিয়ে পড়লো বাসে। অম্লান গাড়ি ঠিক করে রেখেছিলো। অম্লানের কাছে আর একটা ধুতি নিলো, তারপর গাড়ি নিয়ে হেডমাস্টারকে তুলে নিয়ে চলে গেল সদরে। তখনও অফিস খোলেনি।

--একবার বাজারের দিকে চলো তো ড্রাইভার,

--স্যার কী কিনবেন?

--কী আর? এই তো মেয়ে কিছু লিস্ট দিয়েছে। ওদের ওই কস্মেটিক্স্ আর কী।

--স্যার লিস্টটা আমাকে দিন। আপনার হাঁটুতে ব্যথা।

--নিবি? তোর কাকিমা আবার ভালো সন্দেশ ও আনতে বলেছে,

দাঁড়া টাকা দিই।

--ঠিক আছে স্যার। আমি এসে টাকা নেবো।

আধঘন্টা বাদে মাস্টারমশায়েরর জিনিসপত্র এবং গ্রামের বাড়িও সুজতার জন্য মিষ্টি কিনে ফিরে এসে কল্যান দেখলো মাস্টার মশাই গাড়ি থেকে গেছেন সব্জি বাজার করতে। কল্যান লিস্টটা নেওয়ার কারনেই বোধহয় হাঁটুর ব্যথাটা কম।

কল্যান বসলো। আন্দাজ করলো তার সাড়ে সাতশো টাকা গেল। কারণ হেড মাস্টার হাত খালি করেই ফিরবেন। এবং ফিরলেন। আরও অদঘন্টা বাদে। তবে খালি হাতে নয়। দু হাতে দুটো বড়ো ব্যাগ নিয়ে বেশ অকাতর হাঁটু নিয়েই ফিরলেন।

--তুই এসে গেছিস। ভাবলাম তুই যখন এদিকটা দেখছিস, আমি না হয় একটু সব্জি বাজারটায় যাই। যা বলিস বাপু, সদরের ব্যাপার স্যাপারই আলাদা। কী নেই বল? আমি তো অনেক কিছুই কিনলাম। কিছু বাগদা চিংড়িও কিনে ফেললাম। দেখি অসময়ের মোচা বেশ বড়ো বড়ো ইচড়। লোভ সামলানো যায়? বল? বেস পকেট ফাঁকা করেই কিনে ফেললাম। ও, তুই তো সব জিসিষই কিনে ফেলেছিস, খুব সুন্দর। মিষ্টিটাও তো ভালোই। বেশ কড়াপাকের, হ্যাঁ, তোদের ও তো মিষ্টি কিনেছিস দেখছি?

--হ্যাঁ সার, কিছু কালাকাঁদ কিনলাম বাড়ির জন্য।

--খুব ভালো করেছিস। তোর কাকিমার খুব কালাকাঁদ...। নাঃ আর কথা নয়। এবার গাড়ি ছাড় । অফিস তো অনেকখুন খুলে গেছে বোধহয়। অফিস। আবার।

--এসে গেছেন? হেডক্লার্ক সহাস্য।

--হ্যাঁ দাদা, আসতেই তো হবে। হেডমাস্টারমশাই ও এসেছেন।

--বসুন, বসুন। একটু কোল্ড ড্রিংক্স্ খান। গতকালই সব রেডি করে রেখেছি।

মাত্রার বদলে কী হয়ে ক্লাশ টু-তে শিখেছিলো, পৃথিবীটা কার বশ?

পৃথিবী টাকার বশ। গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজো, কল্যান বেশ কৌতুক বোধ করে, তারই টাকায় তাকে আপ্যায়ন!

ড্রংক্স্ এলো ওরা খেতে লাগলো, হেডক্লার্ক ব্যস্ত হলেন। ড্রাইভার হাসিমুখে একবার দেখা দিয়ে চলে গেল। পিয়ন গুলো

স্মিত হাসিতে নমস্কার করে চলে গেল। কী সুন্দর কাস্টমার ফ্রেন্ডলি ধরিত্রী।
অবশেষে অর্ডার এলো। কল্যান কাপড়ের প্যাকেটটা বের করলো,
--দাদা, অনেক উপকার করলেন, এই সামান্য জিনিষটা একটু নিন।
ভাগ্যিস টাকাগুলো আগেই দিয়ে গেছে। হেডমাস্টারের চোখ দুটো চকচক করে উঠলো।
--আরে এসব আবার কেন? বেকার ছেলে। এসব আবার ! যাই হোক, অর্ডারটা নিন। মাস্টারমশাইকে দেখান। ওনার আশীর্বাদেরই তো সব।
--হ্যাঁ, সতো বটেই, বলে হেডমাস্টারকে প্রনাম করে আর একটা প্যাকেট বের কের তাঁর হাতে দিলো, --স্যার, এই ধুতিটা।
--আরে এ সব করতে গেলি কেন? একেই তো তোর--। আমাকে এ সব না দিয়ে তোর--। আচ্ছা ঠিক আছে। তোর কাকিমা খুশিই হবে। তুই আমার ছাত্র ছিলি, এখন কলিগ হবি, তোর ভালো হবে।
পূজো বা প্রনামী, কিছু একটা চাই। তাহলেই সব ঠিক। কল্যান কাজকর্ম শেষ করে অভিমন্যুর কাছে গেল।
অভিমন্যু তো উচ্ছ্বসিত। তিনি ও ব্যাগ গুছিয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন,
বাড়ি ফিরে দেখে অর্পিতা , মন্দিরা রানুদি সব দল বেঁধে কোয়ার্টরে বসে। কেউ কিছু বলার আগেই রানুদির উচচকিত, --কই, অর্ডার কোথায়?
--হোল না দিদি, হবে না, কল্যান ছদ্মবিমর্ষ।
--অসম্ভব, দাদা সঙ্গে এসেছেন। নিশ্চয়ই অর্ডার পেয়েছেন। মন্দিরা প্রত্যয়। অভিমন্যু হেসে ফেলেছেন।
কল্যান মুচকি হেসে অর্ডারটা বের করে দিলো। অর্পিতা আর মন্দিরা হুমড়ি খেয়ে দেখলো, দু'জনে মিলে সুজাতাকে ঘিরে হৈ হৈ করে নাচতে লাগলো। সুজাতা চোখে জল নিয়ে অভিমন্যুকে প্রনাম করলো। তারপর কল্যানের কাছ থেকে মিষ্টির প্যাকেটটা নিয়ে সবাইকে মিষ্টি দিলো।
--দাদা, আজ যখন এসেছেন, আজ আমাদের দখলে, অর্পিতা আদেশ,
--রোজ এসে কল্যানদাদের সঙ্গে গল্প করেন। আজ আমাদের সঙ্গে গল্প করবেন, আমাদের বেড়াতে নিয়ে যাবেন।
--তাই হবে বোন, অভিমন্যু সহাস্য, --আমি হাত মুখটা ধুয়ে নিই,
--আমি চা করছি, মন্দিরা উদ্যোগ, --কল্যানদা, আজকের গল্পটা বলুন।
--আরে আগে ওকে একটু জিরোতে দে, রানুদি বাধা,
কল্যান ম্লান হাসলো, --কী আর বলবো দিদিমনি। হেডমাস্টার মশাইকে নিয়ে গেছিলাম। ওনার বাতের ব্যথা, স্কুল করতে অবশ্য কোন অসুবিধা হয় না।
তবে সদরে যেতে অনুরোধ করতেই বাতের ব্যথা চাগিয়ে উঠলো। তাই প্রাইভেট গাড়ি করতে হোল। আগে দশহাজারর দিয়েছি।
এখন গাড়ি খরচা সাড়ে তিনশোটাকা, কাকিমা ভালো মিষ্টি পছন্দ করেন এবং মেয়ের বিয়ের জন্য সাজ গোজের জিনিসপত্র মিলিয়ে সাড়ে সাতশো।
অবাক হওয়ার কথা নয়, তবু রানুদি অবাক,
--ও টাকাটা দিলো!
--বলেছিলেন দেবো। তারপর পকেট খালি করে বাড়ির বাজারপত্র করেছেন। অসময়ের আনাজপাতি কিনেছেন। এইই আর কী। তাও বাড়ির জন্য মিষ্টি যেটা কিনেছিলাম, সেটাতেও নজর পড়েছিলো, কাকিমা কালাকাঁদ পছন্দ করেন। শুধু দাদা থাকার জন্য মনে হয় চাইতে পারেন নি। তবে অর্ডারটা পাবার পরে যখন ধুতি দিয়ে নমস্কার করলাম, তখন বোধহয় একটু লজ্জা পেয়েছিলেন। অনেকটা খাওয়া হয়ে গেছে তো।
--আর যাই হোক, মন্দিরা চা দিতে দিতে বললো, --আমি কোন দিন কোন হেডমাস্টারকে বিয়ে করবো না।
সবাই হো হো করে হাসলো।
--এটা আর কী বোন। অভিমন্যু, কলকাতায় গিয়ে দেখ, বইপত্র, খাতা পেনসিল, স্কুল ইউনিফর্ম, সব কিনতে হবে নির্দিষ্ট দে

াকান থেকে, কখনো বা স্কুল থেকে, আজ এই খাতে টাকা, কাল ওই খাতে টাকা, লেগেই আছে, তার উপর আচে টিচার্স ডে। স্টুডেন্টস্ ডে নাই কেন? এর আর বলে শেষ, করা যাবে না। দূর গাঁয়ের দুয়োরানি স্কুলের জন্য ডোনেশনের বান্ডিল নিয়ে বসে আছেন গার্জেনরা। টাউট ফিট করা আছে স্কুলে চান করিয়ে দেবার জন্য। গাঁয়ের মাস্টারদের সেই হিসাবে উপরি আয় কোথায়? তাও কল্যানভাই এতো লড়াই করে শেষ পর্যন্ত চাকরিটা পেয়েছেন। শুধু অস্তিত্বরক্ষার রসদটুকু যে াগাড় করতেই এতো যুদ্ধ। দেশের যুবকেরা ফ্রাসস্ট্রেশনের পংকে ডুবছে। সকালের সূর্য হয়ে পৃথিবীকে আলো দেওয়ার কথা যাদের তারা সব অস্ত যাওয়ার পথে। বড়ো কঠিন অন্ধকার দেখা যাচ্ছে সামনে।
--ও দাদা, চলুন, আমরা বেরবো। নাদিও ঘরে যাবে।
--হ্যাঁ, আমি যাইরে সুজাতা। অর্পিতা আর মন্দিরা তো তাদের দাদাকে পাকড়াও করেছে।
ওরা ঘুরে আসুক। চলি,
--হ্যাঁ দিদি, সুজাতা কৃতজ্ঞ।
--নে, এবার নায়ক নায়িকা ঘরে থাক। দাদা কে কিছু খাওয়ানো হোলনা, এই যা,
--একটু সময় দিলাম, এখন একটু চোখের জল, একটুকরো হাসি - -। বাকিটা বলবো না।
--বেরো মুখপুড়ি।

।। উদ্দেশ্য অনিকেত ।।
হাসপাতাল কোয়ার্টার
১৯ /০৯/১৯৯৯

বাবা,
এ চিঠি লেখার আর কোন শুভদিন হবে না। তাই আজই লিখতে বসেছি। ছোট থেকে মা শিখিয়েছে বাবাকে আপনি বলতে হয়, ইচ্ছে হোত তুমি বলতে,বলতে পারিনি। চিঠি লেখাতে সে বাধা নেই ; নিশ্চিন্তে বাবাকে তুমি বলে সম্বোধন করা যায়। এ চিঠির একটা মজা আছে। এটা ওয়ান ওয়ে। আমি লিখবো, পোস্ট করবো না। উত্তর পাবার জন্য অপেক্ষা করার দায়ও থাকবে না। এ চিঠি একান্তভাবেই আমার।
জানো বাবা, আজ কল্যান চাকরিতে জয়েন করতে গেছে। খুব ভোরে উঠে স্নান করেছে। আমি লুচি. আলুভাজা আর সুজির হালুয়া করে দিয়েছিলাম। খেয়ে বেরিয়ে গেছে। সাতটার মধ্যেই। আমার হাত দুটি ধরে বলে গেছে আমি পাশেনা থাকলে এ চাকরি তার হোত না। আর বলে গেছে কারও উপরে কোন রাগ পুষে না রাখতে। সংসার - সমাজে কারও উপরে নয়, এমন কী তোমার উপরেও না।
এখন ভাবছি, আর হাসছি। তোমার উপরে রাগ? তা তো নেই। বাবা বকেছে, দুঃখ পেয়েছি, রাগ কেন থাকবে? তোমার সঙ্গে অমিল হয়েছে। ওটা থাকবে, আমি তোমার সন্তান, তা তো অস্বীকার করার নয়, কিন্তু আমিও তো একটা হিউম্যান ইউনিট। আমার একটা নিজস্বতা তো স্বাভাবিক নিয়মেই গড়ে উঠছে। সেটাকে বাদ দিই কী করে?
দেখনা বাবা, নদীর স্রোত মানুষ বাঁধ দিয়ে আটকাতে পারে কী? বয়ে যাওয়া স্রোত নতুন খাত খুঁজে নেয়, যে আদর্শ ও সেন্টিমেন্ট নিয়ে তুমি জড়িয়ে আছো, সেটা বালির বাঁধ। মানুষের স্বাভাবিক আবেগকে তুমি একা কতটুকু খবে। সেটা যে সত্যিই সম্ভব নয়। এতো বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও পৃথিবীতে মানুষের আসা কী বন্ধ হয়? জীবনের জয়গান কী থেমে গেছে?
তাছাড়া বাবা, তোমার আদর্শটা তো মানবতার একটা অপমানও। ইউরোপিয়ানদের মতো খুব বেশি স্বাধীনতা তো আমি চাই নি, আমি চেয়েছিলাম তোমারই মেয়ে হয়ে এবং কারও স্ত্রী হয়ে বাঁচতে। তুমি তো মানলে না।
তুমি ও মা ভালো থেকে। সবাই ভালো থেকো। এর চেয়ে বেশি প্রার্থনা আমি কী - ই বা করতে পারি? যে দেশে আমরা জন্মেছি সেখানে ভালো থাকাটা বড়োই কঠিন।
বাবা, তোমার অনেক অনিচ্ছা সত্ত্বেও কল্যান কিন্তু চাকরি পেলো। ওর এটা দরকারও ছিলো, পুষ মানুষ বসে থাকলেও তো খারাপ দেখায়, তবে চাকরি পাবার পদ্ধতিটা খুব স্বচ্ছ নয়। ঘুষ দিতে হয়েছে।

এ ঘোলাটে ভাবটাই সমাজকে কুরে কুরে খাচ্ছে। আমরা খালি চোখে যা দেখি তা বিশ্বাস করি না। কৃত্রিম চোখে যা দেখি সেটাই সত্য হিসাবে মেনে নিই, ঘুষ ছাড়া কোন কিছুই হয় না, এটা যেন স্বতঃ সিদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছে।আমরা এটা মেনে নিতে বাধ্য হয়েছি। আমার বা কল্যানের, কারও আদর্শ তা ছিলো না। এখন আদর্শকে জলাঞ্জলি দিয়েছি। চাকরি পাওয়ার প্রক্রিয়াটাকে অস্তিত্বরক্ষার কৌশল হিসাবেই নিয়েছি। ভাবি তোমার কোন সন্তানের জন্য তোমাকে যদি ঘুষ দিতে হয়, তুমি কী করবে? দিলে তোমার ব্রহ্মন্য ধর্ম আহত হবে, না দিলে তোমার সন্তান ভিক্ষা করবে।

বাবা, এটা ঠিক নয়, কিন্তু এটাই জীবন, এইসুরটা আমরা কলেজে পড়তে পড়তেই আন্দাজ করেছিলাম। সুরটা ধরতে পেরেছিলাম বলেই আমি নাসিং পড়তে গিয়েছিলাম। তখনও নার্সের চাকরি টা পাওয়া যেতো। এখন তাও দুর্লভ। কন্ট্রাক্টের চাকরি আরম্ভ হয়ে গেছে। কল্যানের ছোট বেলার আইডিওলজি প্রথমে বাধা হয়ে দাঁড়িছিলো, এখন আর নয়, হয়তো এখনই না হলেও কল্যান ও হয়তো একদিন চাইবে যেন তেন প্রকারেন টিউশনি করে এই টাকাটা উদ্ধার করতে। আমি সরলপথে চাকরি পেয়েছি, ও পায় নি। কিন্তু মনের সঙ্গে ওর সংগ্রামটা দেখেছি।ওকে বাধা দেওয়ার ক্ষমতা হয়তো আমার থাকবে না, কারন সমাজ ও রাষ্ট্রের যন্ত্রনা বাড়তেই থাকবে, আর তার ফলে সংসার চালানো দিন দিন কঠিন হতেই থাকবে। এটা তোমার থেকে ভালো আর কে জানে?

বাবা, শিপুর বিয়ে দিচ্ছ শুনছিলাম যেন। ভালোই হবে। বিয়েটা জীবনে অনিবার্য না হলেও প্রাসঙ্গিকতা হারায় নি।

আমার তো যেতে ইচ্ছা হয়-ই । কিন্তু উপায় নেই। তবে আমি চাইবো বিয়ের পরে ওরা আমার বাড়িতে আসুক। যদিও জানি তোমার বারন থাকবে।

বাবা, আমি জানি আমার কোন অস্তিত্ব তোমার কাছে নাই। শুনেছি তো কুশ পুত্তলিকা দাহ করার কথা। পারলে?

তবে কী জানো, আমি এখনও তীব্রভাবে বেঁচে আছি।

বাবা, কল্যানকে আশীর্বাদ না করতে পারলেও একটু ভেবে দেখো, অস্ত্র নিয়ে ডাকাতি না করলেও কল্যান যা করেছে তাও একধরনের পাইরেসি। কিন্তু সমাজও পাইরেসি করেছে তার সঙ্গে, অতএব কল্যানের পাইরেসিকে আমি সমর্থন করি।

ইতি - সুজাতা